বাগেরহাটে হয়ে গেল দুই দিনব্যাপী জ্ঞান উৎসব

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের জেলা বাগেরহাটকে তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে বিশ্বে তুলে ধরতে এবং তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে এই জেলাকে সমৃদ্ধ করে গড়ে তোলার প্রত্যয় নিয়ে বাগেরহাটে শেষ হয়েছে জ্ঞান উৎসব ২০০৯। ২ ও ৩ অক্টোবর অনুষ্ঠিত দুই দিনের এই জ্ঞান উৎসবে একাধিক আলোচনা সভা, সেমিনার ও গোলটেবিল বৈঠকের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তিচালিত ডিজিটাল বাগেরহাট গড়তে করণীয় বিষয়গুলো বের করার বিষয়গুলো আলোচনা হয়।

প্রথম দিনে বাগেরহাট হবে ডিজিটাল–স্লোগানে আয়োজিত শোভাযাত্রায় আমন্ত্রিত অতিথিরাসহ বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে করে। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) প্রতিমন্ত্রী ইয়াফেস ওসমান । তিনি বলেন, যার যা আছে তা নিয়েই ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার করে দেশকে সমৃদ্ধ করতে হবে। এভাবেই গড়ে উঠবে ডিজিটাল বাংলাদেশ।' এ সময়ে উপস্থিত ছিলেন শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যায়ের কম্পিউটার বিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ জাফর ইকবাল, বিশিষ্ট গণিতবিদ অধ্যাপক লুৎফুজ্জামান, বাগেরহাটের জেলা প্রশাসক মুহাম্মদ মোয়াজ্জেম হোসাইন, পুলিশ সুপার মো. মীজানুর রহমান, বাগেরহাটের মেয়র খান হাবিবুর রহমান, খুলনার মেয়র তালুকদার আবদুল খালেক, বাগেরহাট ২, ৩ ও ৪ আসনের সাংসদ যথাক্রমে মীর শওকত আলী, হাবিবুন নাহার ও মোজাম্মেল হোসেন, বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াড কমিটির সাধারণ সম্পাদক মুনির হাসান, বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির সভাপতি মোস্তাফা জব্বার, উৎসবের আয়োজক ‘আমাদের গ্রাম উন্নয়নের জন্য তথ্যপ্রযুক্তি’ প্রকল্পের পরিচালক রেজা সেলিম সহ আরো অনেকে। প্রথম দিনে অনুষ্ঠিত হয় সেমিনার। সেমিনারের সঞ্চালক অধ্যাপক মুহম্মদ জাফর ইকবাল বাংলাদেশের দ্বিতীয় পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র বাংলাদেশি পরমাণুবিজ্ঞানীদের দিয়ে চালু করার আহ্বান জানান। সেমিনারে খুলনার মেয়র তালুকদার আবদুল খালেক, বাগেরহাট ২, ৩ ও ৪ আসনের সাংসদ যথাক্রমে মীর শওকত আলী, হাবিবুন নাহার ও মোজাম্মেল হোসেন ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে বাগেরহাটের এ উদ্যোগকে স্বাগত জানান। বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির সভাপতি মোস্তাফা জব্বার দ্রুত দ্বিতীয় সাবমেরিন কেব্‌ল নেটওয়ার্কে যুক্ত হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি দ্বিতীয় সাবমেরিন কেব্‌ল নেটওয়ার্ক বাংলাদেশে মংলা দিয়ে প্রবেশ করানোর কথাও বলেন। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াড কমিটির সাধারণ সম্পাদক মুনির হাসান। বাগেরহাটের জেলা প্রশাসক মুহাম্মদ মোয়াজ্জেম হোসাইন, পুলিশ সুপার মো. মীজানুর রহমান, বাগেরহাটের মেয়র খান হাবিবুর রহমান এতে বক্তৃতা করেন। উৎসবের আয়োজক ‘আমাদের গ্রাম উন্নয়নের জন্য তথ্যপ্রযুক্তি’ প্রকল্পের পরিচালক রেজা সেলিম স্বাগত বক্তব্যে বলেন, ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে সব জেলার নানা কার্যক্রমে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার করা দরকার। বাগেরহাট জেলা এ কাজের সূচনা করল।' একই সঙ্গে বাগেরহাটের পাঁচটি স্থানে উৎসবের নানা আয়োজন চলে। প্রথম দিনে স্বাধীনতামঞ্চে বাংলাদেশ টেলিসেন্টার নেটওয়ার্ক (বিটিএন) তথ্যমেলার অনুষ্ঠিত হয়। এতে টেলিসেন্টার কার্যক্রমের নানা উদাহরণ দেখানো হয়। ব্র্যাকনেট ইন্টেলের ক্লাসমেট পিসি নামের স্বল্পমূল্যের ল্যাপটপ কম্পিউটার দেখায়। প্রাকৃতিক সপ্তাশ্চর্য নির্বাচনের চূড়ান্ত পর্বে সুন্দরবনের পক্ষে ইন্টারনেট ভোট সংগ্রহ করে আমাদের গ্রাম। বাগেরহাট টাউন স্কুলে চলে গণিত ও সুডোকু প্রতিযোগিতা এবং গণিত শিক্ষকদের জন্য কর্মশালা। এতে গণিতবিদ লুৎফুজ্জামান। প্রথম দিন বিকেলে বাংলাদেশ অ্যাস্ট্রোনমিকাল সোসাইটির উদ্যোগে ওয়াটার রকেট উৎক্ষেপণ করা হয়। এ ছাড়া স্থানীয় প্রেসক্লাবে ‘অপরাধ দমনে তথ্যপ্রযুক্তি’ শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবে বাগেরহাট জেলা প্রশাসন স্থানীয় প্রেসক্লাবের ওয়েবসাইট (www.dcbagerhat.gov.bd ও www.bagerhatpressclub.com) চালু করে।

ডিজিটাল হবে বাগেরহাট

উৎসবের দ্বিতীয় দিনে নানা আয়োজনের মধ্যে ছিল উইকিপিডিয়ায় বাগেরহাটের তথ্য হালনাগাদকরণ, সেমিনার, পুরস্কার বিতরণী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

দ্বিতীয় দিনে অনুষ্ঠিত সেমিনারে বক্তৃতা করেন খুলনা সিটি করপোরেশনের মেয়র তালুকদার আব্দুল খালেক, খুলনার অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার কামরুল হক, বাগেরহাটের জেলা প্রশাসক মু. মুয়াজ্জেম হোসাইনসহ আরও অনেকে। এতে তিনটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়। মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনার মাধ্যমে ‘স্বপ্নের বাগেরহাট’ শীর্ষক প্রবন্ধটি উপস্থাপন করেন বাগেরহাটের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) মো. দেলওয়ার হায়দার। বাগেরহাট সরকারি পিসি কলেজের পদার্থবিজ্ঞানের প্রভাষক মো. সিরাজুল ইসলাম ‘ডিজিটাল বাগেরহাট নির্মাণে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভূমিকা’ এবং বাগেরহাট সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো, আফতাব উদ্দিন ‘জলবায়ু পরিবর্তন ও খাদ্য নিরাপত্তাঃ প্রেক্ষিত বাগেরহাট’ শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। সেমিনার সঞ্চালনা করেন বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াড কমিটির সাধারণ সম্পাদক মুনির হাসান।

দ্বিতীয় দিন বিকেলে স্বাধীনতা উদ্যানের মূল মঞ্চে গণিত অলিম্পিয়াড, দাবা, সুডোকু ও ক্যারাম প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ও অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে পুরস্কার ও সনদ প্রদান করা হয়। গণিত অলিম্পিয়াডের বিজয়ীরা আসন্ন খুলনা বিভাগীয় গণিত প্রতিযোগিতায় সরাসরি অংশ নেওয়ার সুযোগ পাবে। উৎসবের সহ-আয়োজক ছিলো বাংলাদেশ ওপেন সোর্স নেটওয়ার্ক (বিডিওএসএন)। এছাড়াও উৎসবের সহযোগী হিসেবে ছিলো বাগেরহাট জেলা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন, বিটিএন ও ইন্টেল। উৎসব উপলক্ষ্যে একটি ওয়েবসাইট চালু করা হয়। www.digitalbagerhat.org ঠিকানার ওয়েবসাইটে বিস্তারিত সব কিছু জানা যাবে। ■

- সি নিউজ প্রতিবেদক